সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হলে খুব সম্ভবত দ্রুতই দর্শক দেশজুড়ে মাটির ময়না দেখার সুযোগ পাবেন...

লিখেছেন **আবু জাঈদ আজিজ**

সেন্সর খাঁচায় বন্দি মাটির ময়না

এ মুহূর্তে আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একটি বড় খবর হলো কান চলচ্চিত্র উৎসবে তারেক মাসুদ নির্মিত 'মাটির ময়না' ছবির 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রিটিকস পুরস্কারপ্রাপ্তি। এর আগে ছবিটি কান-এ প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পরপরই উৎসবের 'ডিরেক্টর'স ফোর্টনাইট শাখায় উদ্বোধনী ছবি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় এদেশের চলচ্চিত্র সমঝদারদের মধ্যে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল। আমাদের ইতিহাস-ভূগোলবিহীন মূলধারার চলচ্চিত্রের প্রবল প্রতাপের মাঝে 'মাটির ময়না'র সাফল্য এক ঝলক সুবাতাসের মতো। তারেক মাসুদ এ ছবিতে দর্শকদের প্রমোদ বিতরণের চেষ্টা করেননি। স্বপ্নলোকের আজগুবি কারখানা, খলনায়কের প্রেমিকের মারপিট এবং প্রেমিকের জয়-এ সমস্ত থেকে দূরে থেকে এদেশের পলিমাটি, জলহাওয়ায় বেড়ে ওঠা মানুষের যাপিত জীবনকে অন্তরঙ্গভাবে দেখতে চেয়েছেন তিনি।

তার ছবির মানুষ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতামুক্ত ও নাগরিক ক্লান্তিহীন। এসব মানুষকে আবার একই কাতারে দাঁড়করানো মুশকিল। এদের মধ্যে একদল রয়েছে যার লোকায়ত জীবনধারার বাইরে বেরিয়ে এসে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গোষ্ঠীগত মূল্যবোধ লালন করছেন। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে আধুনিক হয়েও যৌথ সংস্কৃতির উত্তরাধিকার ছেড়ে তাদের অনেকে বিচ্ছন্ন। আরেক দল আছেন যারা প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা জীবনাভিজ্ঞ মানুষ। এই দ্বিতীয় ধারার মানুষের জীবনবোধের উৎস বহু যুগের আচার, বিশ্বাস, নিয়ম-কানুন। তাদের ধর্মচর্চার সঙ্গেও রয়েছে প্রাণের নিবিড় যোগ। ফলে বানোয়াট ভাবাবেগে তারা ফুলে ওঠেন বা কিংবা শিথিল আবেগে নুইয়ে পড়েন না। ভেতর-বার দুদিক থেকে এসব মানুষের জীবনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তারেক মাসুদ। তাদের জন্য চলচ্চিত্রকারের সমমর্মিতাবোধ আর শিল্পবোধ একই সমতলে মিলে যাওয়ায় জীবন আর শিল্পকে আলাদা করে দেখার দরকার হয়নি তার। মানুষের জন্য মেকি দরদ আর কৃত্রিম শুভ কামনা মুক্ত হয়ে অসাড় অনুভবকে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছেন তিনি।

গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে বাবার ইচ্ছায় মাদ্রাসায় পড়তে আসা একটি ছেলেকে ঘিরে

ক্যাথরিন মাসুদ

তারেক মাসুদ

দানা বেঁধেছে 'মাটির ময়না'র কাহিনী। তার চোখ দিয়ে চলচ্চিত্রকার দেখতে চেয়েছেন চারপাশের পৃথিবীকে। স্বভাবে শান্ত আনু নামের ছেলেটি নেহাত একজন পর্যবেক্ষক—মিরর ক্যারেক্টার। চারপাশে ঘটতে থাকা ঘটনার মধ্যে সে কেবলই একজন দর্শক। তার মধ্যেও রয়েছে কৈশোরের উদ্যম আর উচ্ছ্বাস কিন্তু ছবিতে তার প্রকাশ ঘটেছে কদাচিৎ। মাদ্রাসায় বন্ধু রোকন কিংবা শিক্ষক ইব্রাহিমের সঙ্গে কথোপকথনে আর বাড়িতে চাচা মিলনের সঙ্গে বিশ্বকর্মা নৌকা বাইচ দেখার বাইরে সে একজন উৎসুক দর্শক মাত্র। তারপরও ছবির কাহিনীসূত্র এগোতে থাকে তাকে কেন্দ্র করে। মাদ্রাসার কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে সে নিজেকে মানিয়ে নেয়, ধীরে ধীরে আত্মস্থ করতে থাকে যাবতীয় নিয়ম-কানুন ও পাঠ পদ্ধতি। শিক্ষক ইব্রাহিমের সস্নেহ, মনোযোগ ও সমমর্মিতা তার মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তার বোধ জাগায়। মাদ্রাসার বড় হজুর বাকীউল্লাহ'র রাশভারি আচরণ ইসলামী আচার অনুশাসন বহাল রাখার ক্ষেত্রে তার সর্বক্ষণিক সতর্কতা ও খবরদারি, হালিম মিঞার মিঠাকড়া শাসন স্নেহ আর সহপাঠীদের উদ্দীপনায় শীতল প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে আনুর মাদ্রাসায় পাঠপর্ব। এর মধ্যে দিয়েই চলচ্চিত্রকার দর্শকের সামনে প্রথাগত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি আন্তরিক, বিশ্বাসযোগ্য ও নিরাভরণ চিত্র তুলে ধরেন। যেই মাদ্রাসার সেকেলে নিয়ম-পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ইব্রাহিমের মতো শিক্ষক। তার চিন্তা দিগন্ত প্রসারিত। ইসলামী রীতিনীতিতে আস্থা রেখেও তিনি পরিপার্শ্ব ও তার ভেতরে ঘটতে থাকা পরিবর্তনকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করতে

অসাধারণ অভিনয় করেছেন রোকন

চান, বর্তমানের অভিঘাতে অতীতের আচার-অভ্যাস বিশ্বাস সংস্কারের কী পরবর্তন হয় তা দেখতে আগ্রহী তিনি। ধর্মকে তিনি উপলব্ধি করতে চান হৃদয় দিয়ে। বাইরের পৃথিবীর ঘটনা কর্মপ্রবাহ থেকে আলাদা করে ধর্মকে ব্যক্তির নিজস্ব পরিমন্ডলে নিয়ে আসার পক্ষে তিনি। ইব্রাহিমের ইসলাম এদেশের সাধক, সূফী সাধক, দরবেশ, অলি-আউলিয়ার ইসলাম। সেখঅনে কোনো প্রকার জবরদস্তির স্থান নেই। মাদ্রাসা প্রধান বাকীউল্লাহর বয়ানের পার্থক্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বল প্রয়োগ নয় বরং ঘরে ঘরে দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর মধ্য দিয়েই এদেশে ইসলাম কায়েম হতে পারে। বাস্তব বুদ্ধি ও চিন্তার উদারতা দিয়ে ইব্রাহিম বোঝেন ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে জড়িয়ে ফেলা ঠিক নয়। নিকট ইতিহাসের ঘটনা থেকে উদাহরণ টেনে তিনি হালিম মিঞার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পাকিস্তান ইসলাম কায়েমের ধোঁয়া তুলে প্রতিষ্ঠা করা হলেও ধর্মনিষ্ঠার ধারেপাশেও না ভিড়ে কায়েম হয়েছে মিলিটারি হুকুমত। রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আলেমদের কর্তব্যকে গুলিয়ে ফেলতে রাজি নন তিনি।

মাদ্রাসায় ইব্রাহিমের পাশাপাশি বাকীউল্লাহর মতো শিক্ষকরাও রয়েছে। ছাত্রদের ইসলামী জীবন-যাপন ও উর্দু শিক্ষা নিয়ে তার বিরামহীন নজরদারিকে ক্যামেরাবন্দি করে চলচ্চিত্রকার মাদ্রাসা প্রধানের যে মানব-গঠন দর্শকের সামনে হাজির করেন তার মধ্যে বাকীউল্লাহর সততা ও ইসলাম নিষ্ঠা নিয়ে কোনো সংশয় না থাকলেও তার গোঁড়ামী ও চারিত্রিক সংকীর্ণতা আড়াল হয় না। ইসলামকে শুধু নামাজ- রোজার মধ্যেই আটকে রাখতে রাজি নন তিনি। তার মতে জীবন ও জগতের তাবৎ সমস্যার সমাধান ও সব ধরনের জ্ঞান রয়েছে ইসলামে। ছাত্রদের উর্দু শিক্ষা ও আচারনিষ্ঠ ইসলামী জীবনে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট তিনি। উদার মনোভাবাপন্ন ইব্রাহিমকে তিনি দেখেন সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখ নিয়ে। আবার আপাতভাবে হৃদয়হীন এই বাকীউল্লাহর চরিত্রের মানবিক দিকটি উপেক্ষিত হয় না। নিজের বিশ্বাসের কাছে সৎ থাকেন তিনি। ফলে চরিত্রটিকে ক্যারিকেচার মনে হয় না।

ছবিতে মাদ্রাসার সমান্তরালে পারিবারিক দ্বন্দ্ব ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও উদারতা—এ দুটি ধারার মুখোমুখি অবস্থানের প্রতিফলন ঘটেছে। একদিকে আনুর পিতা কাজী যাপন করতে চান ইসলামী জীবন। ইসলামী জীবনাচরণ ও সংস্কৃতির মধ্যেই তিনি মুক্তির দিশা খোঁজেন। এলক্ষ্যে তিনি ছেলেকে মাদ্রাসায় পাঠান আর চেষ্টা চালান স্ত্রীকে উদ্বুদ্ধ করতে। দেশজ সংস্কৃতির সব কিছুকেই তার বেদাতি বলে মনে হয়। এর বিপরীতে মিলন কাজীর ছোট ভাই দেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের কর্তব্য স্থির করে সে অনুযায়ী অগ্রসর হতে থাকে।

'মাটির ময়না' সেন্সর বিতর্ক

গত প্রায় আড়াই মাস ধরে দেশের চলচ্চিত্র মহল একটি বিতর্ক লক্ষ্য করছে। চলচ্চিত্র নিয়ে বিতর্ক দেশে নতুন কোনো ঘটনা নয়। সাধারণ, সচেতন, অচেতন দর্শক, নির্মাতা, শিল্পী, কলাকুশলী, প্রদর্শক, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, চলচ্চিত্র প্রশাসন সর্বোপরি সরকার সহজেই সেই বিতর্কে সামিল হয়ে যায়, জড়িয়ে পড়ে। মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র এমনই এক সম্মোহনী মাধ্যম যে, সবার সে বিতর্কে শরিক না হয়ে উপায়ও থাকে না। আপনা-আপনিই জড়িয়ে পড়ে। দেশে ইতিপূর্বেকার এ জাতীয় বিতর্কের ইতিহাস আমাদের সে দিকটিই নির্দেশ করে।

হালে তেমনি বিতর্ক চলছে। 'মাটির ময়না' নামের চলচ্চিত্রটি নিয়ে। 'মুক্তির গান' নন্দিত তারেক মাসুদ পরিচালিত ও তার বিদুষী স্ত্রী ক্যাথরিন মাসুদ প্রযোজিত এ চলচ্চিত্রটি ইতিমধ্যে অর্জন করেছে বিরল আন্তর্জাতিক খ্যাতি। বাংলাদেশের গত প্রায় ৫০ বছরের চলচ্চিত্র ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন এ ছবিটি ইতিমধ্যেই ছিনিয়ে এনেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নান্দনিক চলচ্চিত্রগুলোর মেলা প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় সাত সাগর আর তের নদীর ওপারে ফ্রান্সের কান শহরে। চলচ্চিত্র শিল্পকর্মের সে মেলা পৃথিবীব্যাপী চলচ্চিত্র মহল নির্মাতা দর্শকের কাছে পরিচিত 'কান'স ফিল্ম ফেস্টিভাল' নামে। সে উৎসবে অংশ নেয়ার সুযোগ পাওয়া দুনিয়া-জাহানের যে কোনো চলচ্চিত্র নির্মাতার জন্যই পরম আরাধ্য। সুযোগ পাওয়াই যেন এক বিশাল অর্জন। আর যদি কোনো পুরস্কারে পুরস্কৃত হয় তবে নির্মাতা ও তার নির্মাণ পরিবার— নির্মাতার স্বদেশ লাভ করে চরম আনন্দ। সত্যিকার অর্থেই গৌরবান্বিত বোধ করে।

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সে আনন্দ আর গৌরব অর্জন করেছে 'মাটির ময়না'র মাধ্যমে। মাসখানেক আগে অনুষ্ঠিত এ বছরের কান'স ফিল্ম ফেস্টিভালে 'মাটির ময়না' অংশ নেয়। অংশ উৎসবের বিশেষ ঐতিহ্য ও গৌরবময় বিভাগ 'ডিরেক্টরস্ ফোর্ট নাইট' বিভাগে। ষাটের দশকের শেষ ভাগে বিশ্বনন্দিত চলচ্চিত্রকার জ্যা লুক গোদার ও ফ্রাসোয়া ত্রুফোর ঐকান্তিক আগ্রহ ও কর্মকুশলতায় কান'স উৎসবে সূচিত হয় এ বিভাগের। সেই থেকে হাল আমলের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সব চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অধিকাংশ এ বিভাগে তাদের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে সূচনা করেছেন তাদের গৌরবময় চলচ্চিত্র জীবনের। পোলিশ আন্দ্রে ওয়াহিদা ক্রিস্তোফ জানুসী, জার্মান ওইনার ভেরনার ফাস বিন্দুর থেকে শুরু করে ইরানের আব্বাস ফিয়োরোস্তামী, মহসীন মখমলবাফ আর তদীয় কন্যা সামিরা মখমল বাফ সবাই রয়েছেন সে বিশেষ 'তারকা খচিত' তালিকায়। এ

মাটির ময়না প্রসঙ্গে

নান্দনিক সূক্ষ্মতার সঙ্গে নির্মিত 'মাটির ময়না'য় পারিবারিক দ্বন্দ্বের সমান্তরালে বহির্জগতের বৃহত্তর পরিসরের গোঁড়ামি ও উদারতা উভয় ধারায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে যা বর্তমান বিশ্বের এমনকি রাজনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের সংকটের ব্যাপারেও একই রকম প্রাসঙ্গিক এবং জরুরি। বাংলাদেশের সমৃদ্ধ লোক সংস্কৃতির যে গভীর আবিষ্কার ছবিতে আছে তা 'মাটির ময়না'কে বিভিন্ন দেশে চলচ্চিত্র উৎসবে আর্ট সিনেমা হাউজগুলো আগ্রহ প্রকাশ করবে।

- হলিউডের তথা যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র পত্রিকা 'ভ্যারাইটি'

'মাটির ময়না কান চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম আবিষ্কার'

'মাটির ময়না' পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো মানুষ যার বোর্ডিং স্কুলে থাকার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের কাছে বিশেষভাবে মনোমুগ্ধকর ও আবেদনময় মনে হবে।

- লন্ডনের গার্ডিয়ান

'আমি মনে করি দুটি কারণে বাংলাদেশ ধর্মীয় উগ্রতার দিকে যাবে না। এক. আজ যা পৃথিবী রক্তাক্ত সংঘাতের মধ্যে শিক্ষালাভ করছে বাংলাদেশ তা ৩২ বছর আগে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে শিখেছে। বাংলাদেশের মানুষ ভালো করেই জানে ধর্মের নামে কি হত্যাযজ্ঞ ঘটানো সম্ভব। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে বাংলাদেশের বৃহত্তর লোক সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়বাদী একটি উদার ধর্মীয় চেতনার গভীর শিকড় রয়েছে যা বাংলাদেশকে যে কোনো গোঁড়ামি থেকে রক্ষা করবে।'

- ফরাসি 'লা মন্ডে'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তারেক মাসুদ

পুরো ছবি জুড়ে চলে এ নিষ্পত্তিহীন দ্বন্দ্ব। এছাড়া ছবির বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত থাকে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব– হোমিওপ্যাথ-এলোপ্যাথ, শরিয়ত মারফত, দেশজ সংস্কৃতি-আরোপিত সংস্কৃতি প্রভৃতির দ্বন্দ্ব ছবিটিতে গতি ও বৈচিত্র্য এনে দেয়। কোনো কোনো প্রতীকী ব্যঞ্জনা পুরো ছবিটিকে ধারণ করে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। ছবির শুরুর দিকে হেমিওপ্যাথ ডাক্তার কাজী তার নিজের চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর যে দৃঢ় আস্থা রাখেন তা ভেসে যায় কন্যা আসমার মৃত্যুতে। শরিয়ত ও মারফতের দ্বন্দ্ব প্রেম ও ভয়ের দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয় এবং আল্লাহর প্রতি প্রেমের মহত্ত্ব কীর্তনে শেষ হয়। চলচ্চিত্রকার কোনো তত্ত্ব বা মতবাদের কাছে নিজেকে সমর্পণ না করে চরিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য ও পরিস্থিতির প্রয়োজন মাফিক দ্বন্দ্বের বিকাশ ও পরিণতি টানেন।

এ ছবির কাহিনী বিন্যাস ও চরিত্র নির্মাণে চলচ্চিত্রকারের সংযম ও পরিমিতির ছাপ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট। নাটকীয়তা বর্জিত এ ছবিতে সবার স্বাভাবিক অভিনয়ের কারণ সম্ভবত চরিত্রগুলোর অন্দগর্ত এছবিতে জীবনবোধ। একজন রক্ষণশীল , আচারনিষ্ঠ স্বামীর সঙ্গে বাড়ির চৌহদ্দিতে আবদ্ধ স্ত্রী'র দ্বন্দ্বকে ছবিতে স্বাভাবিক ও ন্যায্যই মনে হয়। আবার ক্রমাগত নিজের মধ্যে ভাঙতে থাকা কাজীর অসহায়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়তার বিপরীতে স্ত্রী আয়শার আপন গন্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসা এবং নিজেকে স্বাধীন করার সিদ্ধান্ত সংকটের মুখে চিরন্তন মানবীয় অভিব্যক্তিকেই প্রকাশ করে। আর রোকনের মাদ্রাসা গন্ডির মধ্যে নিজস্ব ভুবন নির্মাণের চেষ্টা ছবির পরিণতির সমান্তরালে অগ্রসর হয়।

মাটির ময়নার আনু

যে সহিষ্ণুতা ও সমমর্মিতা নিয়ে নির্মাতা 'মাটির ময়না'য় মাদ্রাসা শিক্ষকের চিত্র তুলে ধরেন তার সঙ্গে এদেশের শিক্ষিত শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে। সাম্প্রদায়িক, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ শিক্ষার এবং মৌলবাদ বিকাশের উৎস হিসেবে বিবেচিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালক সহানুভূতি নিয়ে ও সংবেদনশীলভাবে দেখতে পেরেছেন তার কারণ সম্ভবত তার নিজের মাদ্রাসায় পাঠ। বাকীউল্লাহ, ইব্রাহীম আনু, রোকন অনুভূতির বিচারে এদের সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মানুষ থেকে আলাদা করা যায় না। ইব্রাহীম যখন গভীর আবেগ নিয়ে আনুকে তার মেয়ের কথা বলতে থাকে তখন তাকে আর দশজন পিতার মতই মনে হয়। আনু আর রোকনের বন্ধুত্ব আমাদের সকলের কৈশোরকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। মাদ্রাসার ছেলেদের মাঠে খেলার দৃশ্য, ডরমেটরির যূথবদ্ধ জীবন অনেকের জন্য বয়ে আনবে নস্টালজিয়া।

'মাটির ময়না' এখন সেন্সর খাঁচায় বন্দি। তাই মানুষ মাটির ময়নার গল্প শুনছে, সুযোগ পাচ্ছে না দেখার। কবে সেই সুযোগ মিলবে? সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হলে খুব সম্ভবত দ্রুতই দর্শক দেশজুড়ে মাটির ময়না দেখার সুযোগ পাবেন। আমরা আশা করবো খুব শীঘ্রই সরকারের সেই শুভবুদ্ধির উদয় হবে। মুক্তি পাবে ময়না।

গৌরবান্বিত তালিকায় নাম ওঠাতে পেরে তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ নিজেরা যেমন গৌরবান্বিত হয়েছেন তেমনি আমাদেরও করেছেন অংশীদার। শুধু সে তালিকায় নাম ওঠানোই নয় উৎসবের অংশ 'ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রিটিক্স অ্যাওয়ার্ড' লাভ করে সে অর্জনকে করে তুলেছেন আরো মহিমান্বিত। চলচ্চিত্রামোদী দেশবাসীর জন্য বিশেষভাবে আপ্লুত হওয়ার মতোই 'অর্জন' এটি। কিন্তু বিশ্ব দরবারে এ বিশেষ অর্জনের কতটুকু ভাগিদার হতে পারবো আমরা? 'সেন্সর ছাড়পত্রের ঘেরাটোপে' বন্দী হয়ে আছে চলচ্চিত্রটি গত প্রায় আড়াই মাস ধরে। ছাড়পত্র মিলছে না দেশব্যাপী এটি পরিবেশনের, প্রদর্শনের। বাক্সবন্দি হয়ে পড়ে রয়েছে দেশের গৌরব। 'মাটির ময়না' সেন্সর ছাড়পত্রের জন্য বোর্ডে যথাযথ নিয়ম-কানুন ফরমালিটিজ সম্পন্ন করে জমা দেয়া হয় গত একুশে এপ্রিল। গত ৯ মে নির্মাতাকে বোর্ড সচিব এক পত্রে জানান বোর্ড ছবিটি জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের উপযোগী নয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তবে আপিল আবেদনের সুযোগ রয়েছে এবং এতে চেয়ারম্যানের অনুমোদন রয়েছে। পত্র নির্দেশ মতে নির্মাতা আপিল আবেদন করেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। আপিল বোর্ড ছবিটি পুনঃপরীক্ষাও করেন বলে জানা যায়। মহৎ শিল্প মাধ্যম চলচ্চিত্র মহিমান্বিত হয়ে ওঠে তার শৈল্পিক বিভায়। 'মাটির ময়না' তা ধারণ করে বলেই কান চলচ্চিত্র উৎসবের মতো বিশ্ব মহলে নন্দিত বন্দিত হয়েছে। আপিল বোর্ড দেশের মানুষকে ছবিটি দেখার সুযোগ সৃষ্টির ইতিবাচক প্রক্রিয়া শুরু করেছেন বলে অতি সম্প্রতি জানা গেছে। যদিও কোনো আনুষ্ঠানিক চিঠিপত্র দেয়া হয়নি তবুও নির্মাতা সূত্রে জানা যায় আপিল বোর্ড ছবিটির দুয়েকটি অংশে সামান্য পরিমার্জনের পরামর্শ দিয়ে। ছাড়পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমাদের প্রত্যাশা কর্তৃপক্ষের এ ইতিবাচক সিদ্ধান্তে অচিরেই 'মাটির ময়না' ছাড়পত্র পেয়ে যাবে। পূরণ হবে দর্শক চলচ্চিত্র মহলের সব প্রত্যাশা। আমরাও হতে পারবো গৌরবের অংশীদার। সরকার ও চলচ্চিত্র প্রশাসক মহল আমাদের আশা পূরণ করতে পারে ছবিটি অবিলম্বে ছাড়পত্র দিয়ে। গৌরবের অংশীদার হতে পারে আমাদের সবার সঙ্গে। সবার প্রত্যাশাও তেমনই।

জুনায়েদ হালিম